প্রথম আলো সম্পাদকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলায় ৪১ নাগরিকের তীব্র প্রতিবাদ ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

নাগরিকদের যৌথ বিবৃতি

ঢাকা, ৩০ মার্চ, ২০২৩।

প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান ও নিজস্ব প্রতিবেদক শামসুজ্জামান শামসের এর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দয়েরকৃত মামলার প্রতিবাদে যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন ৪১ নাগরিক।

বিবৃতিতে নাগরিকগণ বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, প্রথম আলো সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান ও পত্রিকাটির নিজস্ব প্রতিবেদক শামসুজ্জামান শামসের এর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোন সংবাদ প্রকাশে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তিনি প্রতিবাদ জানাতে পারেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ ও মামলা দায়ের করতে পারেন। এভাবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং রাতের অল্পব্দকারে নিজস্ব প্রতিবেদককে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয়ে বাসা থেকে তুলে নেওয়া দেশে আইনের শাসনের পরিপন্থী। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রয়োগ করে এভাবে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করার ফলে দেশে মুক্তচিন্তা, বাক স্বাধীনতা এবং স্বাধীন সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কণ্ঠরোধ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করবে। আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অবিললম্বে বাতিল করার আহ্বান জানাই।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি ঘটনায় আমরা দেখতে পেয়েছি, সাংবাদিক নির্যাতনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। ভিন্নমত ও সরকারের সমালোচনা দমনে এই আইনের নজিরবিহীন অপপ্রয়োগ চলছে। ভিন্নমত দমন ও সমালোচনার সীমারেখা এতটাই টেনে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্র দিনদিন সংকুচিত হয়ে পড়ছে। দেশে একটি ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। যার ফলে অনেকে স্বাধীনভাবে তাদের মনের কথা বলতে পারছে না। লেখার স্বাধীনতা না থাকায় এবং নিজের জীবনের ভয়ে ও পরিবারের নিরাপত্তায় অনেক সাংবাদিক পেশা পরিবর্তন করছেন, অনেকে দেশান্তরি হচ্ছেন। দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে দুর্নীতি ও লুটপাট হলেও তার খবর প্রকাশ করা দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে দেশে সাংবাদিকতার যে আদর্শ পেশা ও গৌরব তা হারিয়ে যাবে।

আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে মতিউর রহমান এবং শামসুজ্জামান শামসের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানি মূলক এই মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানাই। পাশাপাশি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে আহ্বান করছি।

বিবৃতিতে সাক্ষর করেছেন-

- আলোকচিত্রী শহিদুল আলম।
- অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।
- বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক।
- অধ্যাপক আব্দুল লতিফ মাসুম, সাবেক উপাচার্য, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
- মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন।
- অধ্যাপক রেহনুমা আহমেদ, লেখক ও একটিভিস্ট।
- সাবেক কূটনীতিক সাকিব আলি।
- এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, সিনিয়র আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট।
- আলতাফ পারভেজ, লেখক ও গবেষক।

- ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও রাজনীতিক।
- লেখক ও সাংবাদিক ফারুক ওয়াসিফ
- অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- অধ্যাপক তানজীম উদ্দিন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- এডভোকেট মোহসীন রশিদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পুনর্গঠন আন্দোলন।
- লেখক ও বিশ্লেষক ড. মারুফ মল্লিক
- অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
- অধ্যাপক সালেহ হাসান নকিব, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
- অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসউদ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
- এডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।
- শওকত হোসেন, কবি ও লেখক।
- টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক লেখক ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
- ফরিদা আক্তার, সভানেত্রী নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা।
- মাইদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ ,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
- মোশাহিদা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক, একাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল।
- রেজাউর রহমান লেনিন, মানবাধিকার কর্মী।
- সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান কান্ট্রি স্পেশালিস্ট, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-ইউএসএ
- ব্যারিস্টার জিশান মহসিন, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।
- এডভোকেট নূরে এরশাদ সিদ্দিকী, আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট।
- মাহাবুব রহমান, প্রকাশক, আদর্শ প্রকাশনী।
- সালাহ উদ্দিন শুভ্র, কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
- জাকারিয়া পলাশ, লেখক ও গবেষক।
- রোজীনা বেগম, গবেষক ও মানবাধিকার কর্মী।
- দিলশানা পারুল, লেখক ও এক্টিভিস্ট।
- রবিউল করিম মৃদুল, কথাসাহিত্যিক ও লেখক।
- মুতাসিম বিল্লাহ, শিক্ষক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
- লেখক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক সোহেল রানা।
- এহসান মাহমুদ, কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
- নিজাম উদ্দিন, সদস্য সচিব, পেশাজীবি অধিকার পরিষদ।
- শমীম রেজায়ী, লেখক ও প্রকাশক।
- মাহা মির্জা, গবেষক ও এক্টিভিস্ট।
- আরিফুল ইসলাম আদীব, সংগঠক ও রাজনৈতিক এক্টিভিস্ট।

সমন্বয়ে
আরিফুল ইসলাম আদীব
যোগাযোগ - 01724703011